মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২৩

মুক্তির উৎসব ২০২৩ : দুই দশক পেরিয়ে একুশে পদার্পণ

উচ্ছলতা ও অঙ্গীকারে মুখর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ

‘আমরা গড়বো সম্প্রীতির বাংলাদেশ’ প্রত্যয় নিয়ে গত ৩ মার্চ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বৃহত্তম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক আয়োজন ‘মুক্তির উৎসব’। এবারের উৎসবে ঢাকা মহানগরের চল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দশ হাজার ছাত্রছাত্রী যারা বিগত বছর জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে তারা অংশগ্রহণ করে। তারুণ্যের এই মিলনমেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক ও আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাঙালি কন্যা নিশাত মজুমদার।

নতুন দিনের নবীন-নবীনাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ নির্মাণে শপথ গ্রহণ করান বীর মুক্তিযোদ্ধা মে. জে. (অব.) জামিল ডি আহসান বীর প্রতীক এবং একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার শিল্পী ডালিয়া নওশিন। সকাল নয়টায় ছায়ানট ও নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কবুতর এবং রঙিন বেলুন ওড়ানোর মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়।

ধ্রুপদ কলাকেন্দ্রের নৃত্য পরিবেশন শেষে স্বাগত বক্তব্যে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছো তারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দেখেছো। যারা ঢাকার বাইরের বন্ধু তারা হয়তো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখেছে কিন্তু এই উৎসবে আসার সুযোগ পায়নি। বিশ বছর ধরে এই উৎসব চলছে। আমরা যারা এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছি একদিন হয়তো আমরা থাকবো না। তোমরা থাকবে এই মঞ্চের উপরে আর তোমাদের সন্তানরা থাকবে তোমাদের সামনে। বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে তোমরা নিজেদের তৈরি করবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ছাছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দেয়া তার বক্তব্যে বলেন, আমরা পরাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশকে স্বাধীন করেছি। **৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

একাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

গত ৯ থেকে ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব ১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩। পাঁচ দিনব্যাপী এবারের আয়োজনে দেশি-বিদেশি প্রামাণ্যচিত্রের পাশাপাশি কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আয়োজিত হয় বাংলাদেশের সোনালী যুগের চলচ্চিত্রের স্মৃতি স্মারকের প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কর্মশালা, খ্যাতিমান অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের মাস্টার-ক্লাস, আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিনের রেট্রোস্পেকটিভ আয়োজন ইত্যাদি।

৯ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে বিকেল সাড়ে চারটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্য দিয়ে পাঁচ দিনের এই উৎসবের যাত্রা শুরু হয়। এবার উৎসবে প্রায় ৪০টি দেশের ৯১টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এবছর উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সোনালী সময়ের স্মৃতি স্মারকের প্রদর্শনী। উদ্বোধনী দিন উৎসবের প্রধান বিচারক ফরাসি পরিচালক Léon Desclozeaux বিকাল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গাল্যারি ৫-এ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর শিরোনাম The revival of golden past of Bangladeshi cinema। গত শতকের ৬০, ৭০ ও ৮০ দশকের কালজয়ী সব চলচ্চিত্র এবং উক্ত সময়ের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের স্মৃতি-স্মারকের কিউরেটেড প্রদর্শনী আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত চলবে। জাদুঘরের ট্রাস্টি মুফিদুল হক এবং ডা. সারওয়ার আলী, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ, অতিথি কিউরেটর মোস্তফা জামানসহ গুণী ব্যক্তিবর্গ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানপর্বে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের উদ্বোধনী শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয় হুমায়রা বিলকিস পরিচালিত Things I could never tell my mother প্রামাণ্যচিত্র এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের ধারাবাহিকতায় ১০ থেকে ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কর্মশালা Storytelling Workshop for Documentary Filmmakers। প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা নীলোৎপাল মজুমদার, রণজিৎ রায় এবং বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা আকা রেজা গালিব এই কর্মশালা পরিচালনা করেন। ১২টি প্রামাণ্যচিত্র প্রজেক্ট নিয়ে নির্মাতাদের সাথে চার দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজিত হয়। **২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

একাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

১-এর পৃষ্ঠার পর

কর্মশালার শেষদিন ১৩ মার্চ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সেমিনার রুমে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পি-চিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মুফিদুল হক এবং উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়াও উৎসবের তৃতীয় দিন ১১ মার্চ আয়োজিত হয় চলচ্চিত্র অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ-এর সাথে মাস্টার-ক্লাস। মুক্তিযোদ্ধা ও বরেণ্য এই অভিনেতার প্রায় পাঁচ দশকব্যাপী শিল্পী জীবনের টুকরো স্মৃতি তুলে আনার প্রচেষ্টা থেকেই এই বিশেষ আয়োজন। রাইসুল ইসলাম আসাদ ও অভিনয়শিল্পী আবুল কালাম আজাদের আলাপচারিতায় উঠে আসে তার শৈশবে পুরানা পল্টন, ঢাকায় বেড়ে ওঠা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। অভিনয় জীবনের নানা গল্প আর আড্ডায় প্রাণবন্ত ছিল এই আয়োজন।

উৎসবের আরেকটি প্রধান আকর্ষণ সিঙ্গাপুরের খ্যাতিমান প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিন-এর রেট্রোস্পেকটিভ আয়োজন। সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত এই চলচ্চিত্র নির্মাতার চারটি ছবি যা এবারের আয়োজনে প্রদর্শিত হয় তা হল- সিঙ্গাপুর গাগা (২০০৫), ইনভি-জিবল সিটি (২০০৭), টু সিঙ্গাপুর উইথ লাভ (২০১৩) এবং ইন টাইম টু কাম (২০১৭)। তার এই ছবিগুলো সিঙ্গাপুরে এবং বার্লিনে, হট ডকস, বুসান, ভিশন ডু রিয়েল এবং ফ্ল্যাহার্টি সেমিনারের থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়েছে। পাশাপাশি উৎসবের আন্তর্জাতিক বিভাগের জুরি প্রধান হিসেবে উৎসবে অংশ নিতে এই নির্মাতা ১১ মার্চ ঢাকায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে টু লাভ উইথ সিঙ্গাপুর এবং ইনভিজিবল সিটি ফিল্ম প্রদর্শনীর পর দর্শকদের সাথে প্রশ্নোত্তোর পর্বে তান পিন পিন উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তার সিঙ্গাপুরে বেড়ে ওঠা এবং স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি করার শুরুর দিকের অনুভুতি জানান।

এরপর সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী ১৩ মার্চ বিকেল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মুফিদুল হক, জুরি প্রধান তান পিন পিন, কর্মশালা পরিচালক নীলোৎপল মজুমদার এবং উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ।

এবার পুরস্কার বিতরণী আয়োজনে আউটরিচ প্রোগ্রামের আওতায় ব্রাইট স্কুলের পাঁচজন শিক্ষার্থীকে প্রথমেই পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় প্রতিযোগীতায় মেহজাদ গালিবের 'বিন্দু থেকে বৃত্ত:একজন বকুলের আখ্যান' এবং ইয়ুথ জুরিদের বিচারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিভাগে 'থ্রো দ্যা উইনডো' এবং জাতীয় বিভাগে 'আনরিকগনাইজড' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় বিশেষ জুরি নির্বাচনে পুরস্কার ঘোষণা করেন লিও ডেক্লোজো। আন্তর্জাতিক সেরা প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয় স্প্যানিশ প্রামাণ্যচিত্র 'Karim'।

এরপর Exposition of Young Film Talents-এর পুরস্কার পায়- আবিদ মল্লিকের 'অপবিত্র পানি',

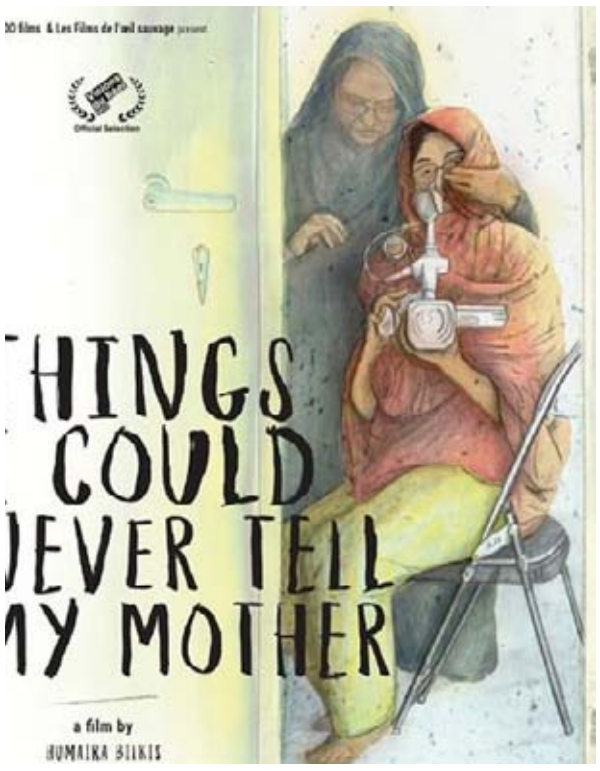

শোয়েব হকের 'ঘাতকের জাল', মো. সাখাওয়াত হোসেনের 'আন্ডা স্টোরি'।

প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালেদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সোনালী দিনের সিনেমার স্মৃতি নিয়ে কথা বলেন। সে সময়ের চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ যৌথভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানান। উৎসবের তরুণ নির্মাতাদের তিনি অভিনন্দন জানান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকেও তিনি ধন্যবাদ জানান এ ধরনের উৎসবের আয়োজন করার জন্য।

সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মুফিদুল হক তাঁর বক্তব্যে ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। একাত্তরের ইতিহাস বিকৃতি, বিস্মৃতি রোধ করার প্রচেষ্টা থেকেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা। যার কর্মকাণ্ডের একটি অংশ হিসেবে ২০০৬ সাল থেকে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের শুরু। এই উৎসবের লক্ষ্য বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও নির্মাণে উৎসাহিত করা। একে একে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত থাকা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে যারা একাদশ লিবারেশন ডকফেস্টকে সফল করতে সহায়তা করেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান।

এরপর বিজয়ী প্রামাণ্যচিত্র Karim দেখার মধ্য দিয়ে 'একাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩'-এর সমাপনী ঘোষণা করা হয়। উৎসবে সহযোগিতা প্রদান করে কসমস ফাউন্ডেশন, অঁলিয়ন্স ফ্রন্সেজ, ঢাকা ডকল্যাব ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

হুমায়রা ফেরদৌস রূপকার

ফিরে দেখা: বাংলা সিনেমার স্বর্ণালী সময়
বিশেষ প্রদর্শনী

৯ মার্চ ২০২৩ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি ৫-এ শুরু হয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দৃশ্যজ সমীকরণের সূত্রে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগের ওপর স্পষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কিছু সুনির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দেখবার ও দেখাবার ভাবনা থেকে এই প্রদর্শনীর সূত্রপাত। সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরে খণ্ড খণ্ড কিছু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাসের উর্বর এক অধ্যায়ের উন্মোচন হয়েছে এখানে। প্রদর্শনীতে অতিথি কিউরেটর হিসেবে কাজ করেছেন শিল্পী মোস্তফা জামান মিঠু এবং কিউরেশন সহযোগী ও গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন আলোকচিত্রী ও গবেষক মীর সামছুল আলম বাবু।

যে বৈচিত্রময় নির্মাণের মধ্য দিয়ে এদেশের মূল ও বিকল্প ধারার সিনেমা নানান পথে এগিয়েছে এবং আজও কয়েকটি ধারা চলমান আছে, তার মধ্য থেকে কিছু স্মরণযোগ্য মাইলফলকে চোখ রেখে সৃষ্টিশীলতা উৎযাপন করতে এই প্রদর্শনী। ইতিহাসের কয়েকটি সূত্র সামনে হাজির করে আমাদের স্বর্ণালী অতীত বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে অবগত করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রদর্শনীর কলেবর গড়ে তোলা হয়েছে কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগের ভিত্তিতে।

সূচনা পর্ব : শৈল্পিক ছবির সূত্রপাত

মুখ ও মুখোশ, নদী ও নারী এবং কাঁচের দেয়ালের মতো অবাণিজ্যিক ছবি যদি সৃষ্টিশীল এক শুরু হয়ে থাকে, এরই পরম্পরা অনুসারে সিনেমা শিল্পের শুরুতে বেশ কিছু ছবি নির্মিত হয়।

মাটির পাহাড়, মুখ ও মুখোশ, নদী ও নারী, তিতাস একটি নদীর নাম ও কাঁচের দেয়াল-এর পোস্টার এবং মুখ ও মুখোশ, আসিয়া, বিন্দু থেকে বৃত্ত-এর আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়।

লৌকিকধারা : লোকপ্রিয় আলেখ্যের সিনেমা

লোকপ্রিয় আলেখ্য নির্ভর সিনেমা বাণিজ্যিক ছবির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় রূপবান এবং ১৯৬৬ সালে মুক্তি পায় আবার বনবাসে রূপবান, আপন দুলাল, বেহুলা, গুনাই বিবি, রহিম বাদশা ও রূপবান, ভাওয়াল সন্ন্যাসী। এই বিভাগে রূপবান, আবার বনবাসে রূপবান, সাত ভাই চম্পা ও বেহুলা'র পোস্টার প্রদর্শিত হয়।

জাতীয়তা পর্ব : সিনেমায় স্বাধিকার আন্দোলন

যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও পরবর্তীকালে ছয় দফার জন্ম ও গণআন্দোলন থেকে ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এক্সপোজিশন অব ইয়ং ফিল্ম ট্যালেন্ট কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব ১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩। পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজনে দেশি-বিদেশি প্রামাণ্যচিত্রের পাশাপাশি ছিল কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী। এবারের উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ Exposition of Young Film Talent নামক কর্মশালা। ১০ই মার্চ সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ এবং ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রযোজক Léon Desclozeaux. খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা নীলোৎপল মজুমদার, রণজিৎ রায় এবং বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা আকা রেজা গালিব এই কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালায় ১২টি প্রামাণ্যচিত্র প্রজেক্ট নিয়ে নির্মাতাদের চার দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজিত হয়। নীলোৎপল মজুমদার জনপ্রিয় ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক। এছাড়াও তিনি মনিপুর স্টেট ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রণজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি ভারতে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। আকা রেজা গালিব একজন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর সাবেক জুরি সদস্য।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন বেশ কয়েকজন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন শরীফ নাসরুল্লাহ যিনি বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাংবাদিক, থিয়েটার কর্মী এবং শিল্পী। তার বর্তমান প্রজেক্টের নাম হচ্ছে 'আন্ধারমানিক'। কর্মশালায় উপস্থাপিত হয় প্রজেক্ট 'আন্ডা স্টোরি' যার পরিচালক মো: সাখাওয়াত হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের মাস্তুল প্রোডাকশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মো: আল হাসিব খান ও তাসনুভা তাবাসসুম অতসী এর যৌথ পরিচালনায় রয়েছে ল্যান্ড অ্যান্ড ওম্ব। মো: আল হাসিব খান এয়ারটেল, জিপি, এসিআই লজিস্টিকস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। তাসনুভা তাবাসসুম অতসী গত কয়েক বছর ধরে কিছু পরীক্ষামূলক শর্ট ফিল্ম পরিচালনা করেছেন।

এছাড়াও রয়েছে সজল কান্তি সরকারের '১৯৭৫ ওয়ার অফ রেজিস্ট্যান্স'। বর্তমানে তিনি হাওর কালচার স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমীতে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন। মনন থেকে বুনন প্রজেক্টটি নিয়ে আসেন মো: ইরফানুল হক। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১৮তম ইয়াং আর্ট এক্সিবিশনে সম্মানজনক পুরস্কার অর্জন করেছেন। জান্নাতুল ফেরদৌস নীলার প্রজেক্টটি হচ্ছে ইলিজিয়াম। তাকে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম রিসার্চ ফেলো হিসেবে সম্প্রতি নির্বাচিত করা হয়েছে। আল মাহাদি শিনচন এবং জাফর মুহাম্মদ এর যৌথ প্রযোজনায় পরিচালিত প্রজেক্টটি হচ্ছে ট্রেন টু নোহয়্যার তিনি বাংলাদেশের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এ সহযোগি পরিচালক হিসেবে কমরত ছিলেন এবং জাফার মুহাম্মদ ৬ষ্ঠ তম ঢাকা ডকল্যাব এ সেরা প্রজেক্টের পুরস্কার পেয়েছেন। টেররস ট্র্যাপ নামক প্রজেক্টটি উপস্থাপন করেন তরুণ মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা শোয়েব। মো: আবিদ মল্লিক ও মো: আসাদুজ্জামান প্রোফেন ওয়াটার প্রজেক্ট তুলে ধরেন। মো: আবিদ মল্লিক-এর বহু ছবি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে। মো: আসাদুজ্জামান বেশ কয়েকটি ওয়েব সিরিজ ও ছবি তৈরি করেছেন।

প্রজ্ঞা আহমেদ জ্যোতির প্রজেক্ট বাংলাদেশ গণ নাট্য সংস্থা। তিনি বিডিনিউজ-এর সাবেক শিশু সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধের কুল্লাপাথর প্রজেক্টটি ছিল রঞ্জন মল্লিকের। জাতীয় পত্রিকায় তার বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ মাসুদ অপুর প্রজেক্টটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ক্যামেরা।

উৎসবে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্রগুলো সরাসরি দেখতে চাইলে দেশের এবং দেশের বাইরের আগ্রহী দর্শকরা লিবারেশন ডকফেস্টের ওয়েবসাইট www.liberationdocfestbd.org-এ রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনকারী সবাই প্রামাণ্যচিত্রগুলোর তালিকা, প্রদর্শনের সময়সূচি, স্থান এবং তথ্যাদি নিয়মিতভাবে পাবেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত প্রামাণ্যচিত্রের তালিকা Liberation DocFest Bangladesh-এর ফেসবুক পেইজে পাওয়া যাবে- www.facebook.com/Liberationdocfestbd?mibextid=ZbWKwL. উক্ত প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত।

হুমায়রা ফেরদৌস রূপকার

বায়ান্নর অন্বেষণ : জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মিরপুর জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে প্রতিবছর স্বাধীনতা উৎসব, বিজয় উৎসব এবং জল্লাদখানার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রতি বছর আয়োজিত হয়ে থাকে এ বছর জল্লাদখানাও এই আয়োজনে যুক্ত হলো। ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম সৈনিক ছিলেন আব্দুল মতিন। যিনি 'ভাষা-মতিন' নামে সর্বাধিক পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে তাঁর সহধর্মীনি গুলবদন নেসা মনিকা কন্যা মতিয়া বানু শুকুকে সাথে নিয়ে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শোনালেন ভাষা মতিনের জীবনের অনেক স্মৃতি-কথা। ভাষা- মতিন মরোণত্তর চক্ষু ও দেহ দান করেছিলেন। সাভারের স্বাস্থ্যকর্মী রেশমা নাসরিনের দৃষ্টিহীন চোখে প্রতিস্থাপন করা হয় ভাষা মতিনের দান করা কর্নিয়া। সেই রেশমার চোখেই এখনো বেঁচে আছেন ভাষা মতিন। দেখছেন পৃথিবীর আলো। গুলবদন নেসা মনিকা স্মৃতিচারণ করার এক পর্যায়ে বলেন, 'রেশমার চোখ যখন খোলা হয় আমি এক দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। খুঁজে ফিরছিলাম ভাষা মতিনকে। তখন মনে হলো এই তো ভাষা মতিনের সেই চোখ! ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম অনেকক্ষণ। মনে হচ্ছিল ভাষা মতিন এখনো জীবিত। আমার খুব কাছে আছেন। আমাকে দেখতে পারছেন।' কথাগুলো শুনে উপস্থিত সকলের চোখের কোণে কখন যে জল জমে গেল কেউই বুঝতে পারি নি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সবাই চোখ মুছছেন। তার স্মৃতিচারণে ভাষা মতিন যেন জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে চলে আসেন। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন জল্লাদখানায় শহিদ বুদ্ধিজীবী খন্দকার আবু তালেবের পুত্র খন্দকার আবুল আহসান এবং শহিদ আব্দুল হাকিমের পুত্র আব্দুল হামিদ। উপস্থিত ছিলেন শহিদ আশ্রাব আলী দেওয়ানের কন্যা ফাতেমা বেগমসহ শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

স্মৃতিচারণের পর ভাষা শহিদদের স্মরণে জল্লাদখানায় শহিদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে সংগঠন 'বধ্যভূমির সন্তানদল' পরিবেশন করে 'বায়ন্নর অন্বেষণ' নামে গীতি-নৃত্য-কাব্য আলেখ্যানুষ্ঠান। ভাষা শহিদদের প্রতি তাদের পরিবেশনা ছিল প্রসংশনীয়। সাদা কালো পোশাক পরেছিল সবাই। সমবেত কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি দিয়ে আলেখ্যানুষ্ঠান শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত 'কোনো এক মা'কে' কবিতার আবৃত্তি, নজরুল ইসলাম বাবু রচিত এবং আলাউদ্দিন আলীর সুরে 'আমায় গেঁথে দাওনা মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা' একক গান, জহির রায়হান রচিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতার দ্বৈত আবৃত্তি, বদরুল হাসানের কথা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ মাহমুদের সুরে 'ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে ঘুমিয়ে গেল যাঁরা' গানে দলীয় নৃত্য, সুফিয়া কামাল রচিত 'মোদের দেশের সরল মানুষ' কবিতার আবৃত্তি করা হয়। সমবেত কণ্ঠে অতুল প্রসাদ সেন রচিত 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা', কবি দিলওয়ার রচিত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যামের সুরে 'আয়রে চাষী মজুর কুলি' গান পরিবেশিত হয়। সর্বশেষ আব্দুল লতিফ-এর কথা ও সুরে 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়' গান পরিবেশিত হয়। এই গানের শেষ বাণী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লাইনটা যখন গাওয়া হয় তখন উপস্থিত সকলেই গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই.....। মনে হচ্ছিল আমরাও আজ সেই মিছিলে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, যে সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ভাইয়েরা। রফিক, শফিক, সালাম, বরকতসহ নাম না জানা অনেকেই।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে লাভ করে। শিশুর মুখের প্রথম শব্দ তাই উচ্চারিত হয় তার নিজ মাতৃভাষায়। মানুষের এই সহজাত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছরের মতো এবছরও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় আবৃত্তি, গান এবং নাচ আয়োজনের মধ্য দিয়ে। আবৃত্তি শিল্পী রফিকুল ইসলাম কবি শামসুর রহমানের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মনিপুরী ভাষার কবি এ. কে শেরাম রচিত কবিতা যার বাংলা শিরোনাম 'একটি মানবিক যুদ্ধ চাই' আবৃত্তি করেন চন্দ্রজিৎ সিংহ, ককবরক ভাষার কবি হলাচন্দ্র ত্রিপুরা, তার রচিত কবিতা 'আমার পার্বত্য' পাঠ করেন সাগর ত্রিপুরা, নিকোলাই চাকমা এবং স্রাব্দী তালুকদার আবৃত্তি করে চাকমা ভাষার কবি ম্যাকলিন চাকমার কবিতা 'আমার মন যেতে চায়' মারমা ভাষার কবিতা, ফাগুনের দাবদাহ নিয়ে মঞ্চে আসেন মংখিং অং মারমা। গারো কালচারাল

একাডেমি আচিক ভাষার গানের তালে গারো নৃত্য পরিবেশন করে, হাজং ভাষায় গান গেয়ে শোনালেন রুদ্র আন্তনি। এরপর মঞ্চে আসে কালারস অব হিলের শিল্পীবৃন্দ। তারা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো সকল ভাষার মিশ্রণে সম্প্রীতির গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে সাংগ্রাই নৃত্যের মধ্য দিয়ে। পুরো আয়োজনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলা ছিল মুক্তিসংগ্রামের মুলমন্ত্র, সেই বাংলাদেশ তার সীমানায় বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলবে। আর তাই প্রতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মানুষের ভাষা সুরক্ষিত থাকুক, কোন বর্ণমালা যেন হারিয়ে না যায়।

কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় ঘুরে এলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটে ঢাকা জেলার দুইটি থানা কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় ১৫-২৬ জানুয়ারি প্রথমবারের মত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দুই উপজেলার প্রান্তিক এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৯ জানুয়ারি কেরানীগঞ্জ এবং ১২ জানুয়ারি ২০২৩ দোহার উপজেলায় প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়। এই দুই উপজেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানা পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ নয়া বাজার ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক মিয়া প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা জেলা ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল এবং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ এবং ২ নম্বর সেক্টরটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'-এর অধিনায়ক নিযুক্ত হলে সেপ্টেম্বর থেকে মেজর এটিএম হায়দার উক্ত সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন। ছয়টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয় ২ নম্বর সেক্টর এলাকা। কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে পাকিস্তানিদের সাথে এ দেশীয় দোসর রাজাকার দ্বারা নির্যাতনের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি ও গণকবর। মুক্তিযুদ্ধের সময় কেরানীগঞ্জ থানার আব্দুর রশীদ সরকার ও কুটি মেম্বারের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের হাইড আউট ক্যাম্প ছিল। দোহার উপজেলায় পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা দোহার থানা ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করে। ঢাকার সন্নিকটে হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী কেরানীগঞ্জ ও দোহার থানায় অবস্থান করতেন না। ২৫ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী বসিলা বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ঘাটারচর, গুইটা নিশান বাড়ি, বড় ভাওয়াল, খান বাড়ি, ভাওয়াল মনোহরিয়া ও ঋষিপাড়ায় এলাকায় নিরীহ লোকদের উপর গুলি ও বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে অত্যাচার চালায়। পরিকল্পিতভাবে ২৫ নভেম্বর আটি, হযরতপুর এলাকায় হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয় চিহ্নিত রাজাকার এনামুল হক মুন্সি, ফয়েজ হোসেন (পাচদোনা), আবু মিয়া, বাবু মিয়া, সানি মিয়া ও আব্দুল আওয়াল (কাঠালতলী)। ঢাকা জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৪২ জন বীর উত্তম, বীর বিক্রম ৪৯ জন ও ১১৫ জন বীর প্রতীকসহ মোট ২০৭ জন খেতাবে ভূষিত হন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকা জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

পরিসংখ্যান

যে সকল প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে: হযরতপুর আম্মানিয়া দাখিল মাদ্রাসা, হযরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কলাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আটি ভাওয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কবি নজরুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পাড়া মাহমুদিয়া আলিম মাদ্রাসা, শাইনপুকুর তানজীমুল উম্মাহ দাখিল মাদ্রাসা। কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় ১৪ দিনে ১০ কার্যদিবসে ১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯৩৮০ জন শিক্ষার্থী ও ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৪০৯৬ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ
কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণ

শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। সকাল আটটা থেকে নিবন্ধন এবং সকাল দশটা থেকে ছবি আঁকা শুরু হয়। ঢাকা মহানগরির অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোর রঙে রঙে রঙিন করে ফুটিয়ে তোলে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও নিজস্ব মনোভাব। শিশু বিভাগে অংশ নেয় প্লে থেকে চতুর্থ এবং কিশোর বিভাগে অংশগ্রহণ করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

শিশু বিভাগে ১ম পুরস্কার পায় প্লে-প্যান স্কুলের আরশি হাসনাত, ২য় পুরস্কার পায় এসওএস হারমেন মাইনর স্কুল ও কলেজের ফাহিনা মোস্তাক, ৩য় পুরস্কার পায় গভর্মেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সপ্তক দাস এবং ৪র্থ পুরস্কার পায় কর্ডোভা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের জারির হাসান ।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভ্রাতুষ্পুত্র ড. মাঈনুল হকের পক্ষ থেকে শিশু বিভাগে বিশেষ ৫টি পুরস্কার পায় ঢাকা রেসিডেন্টশিয়াল স্কুল ও কলেজের সাফোয়ান জাবির, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএম নাহিয়ান, শার্লিন আহমেদ, অভীক সাহা, ফয়জুর রহমান, আইডিয়াল ইনস্টিটিউটের আবু তালহা ইবনে হানিফা।

কিশোর বিভাগে ১ম পুরস্কার পায় নারায়ণগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের মাইমুনা চৌধুরী, ২য় পুরস্কার পায় আকিজ ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজের আনিশা শান্তনি, ৩য় পুস্কার পায় ভিকারুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজের মৈত্রী সরকার এবং চতুর্থ পুরস্কার পায় ভিকারুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজের জায়িফা তাসনিম।

কিশোর বিভাগে বিশেষ ৫টি পুরস্কার পায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র আর্যদীপ দত্ত, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএম শাহরিয়ার, অথই গোশ্বামী ও শহিদ পুলিশ স্মৃতি স্কুলের রূপন্তি ইসলাম এবং প্রতিবন্ধী স্কুলের আসিফ হাসান অনি।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিচারক মণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আবুল বারাক আলভি, শিল্পী অশোক কর্মকার, শিল্পী মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশু-কিশোরদের উৎসাহ প্রদান করেন শিশু সাহিত্যিক আকতার হুসেন, ফরিদুর রেজা সাগর, আমিরুল ইসলাম ও আনজীর লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলীর সহধর্মিনী মাজেদা শওকত।

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাজেদা শওকত বলেন, তোমরা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থাণের কথা জানো। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ১৭ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলায় বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক, সার্জেন্ট ফজলুল হক ও হাবিলদার মজিবর রহমানকে গুলি করা হয়। হাবিলদার মজিবর রহমান ততোটা আঘাত পাননি। বাকি দু'জনের অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। অথচ চিকিৎসক দেয়া হয়েছিল একজন। কাকে রেখে কাকে অপারেশন করবেন ডা. কর্নেল আলী। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনই বলছিলেন অপরজনকে আগে অপারেশন করার জন্য। কিন্তু সার্জেন্ট জহুরের রক্তের গ্রুপ ছিল বিরল ও-নেগেটিভ গ্রুপের, তাই সার্জেন্ট ফজলুল হকের অপারেশন শুরু হলো আগে। কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। এই মৃত্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলন প্রকট হয়ে উঠলো। পাকিস্তানিরা ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

এদিন সার্জেন্ট জহুরুল হকের খালাতো বোন সালমা এবং ভাইয়ের কন্যা নাজনীন হক মিমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করেছেন। নাজনীন হক মিমি তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৬৯ আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। যে সময়ে বাঙালি জেগে উঠেছিল। গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। সেই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছিলেন শহিদ আসাদ, শহিদ মতিউর, শহিদ জোহা এবং শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক-সহ আরও অনেকে। তাদের নাম সকল শিশুদের মুখস্ত থাকা উচিত।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় ও ছড়া-কবিতা উপস্থাপনায় শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

শরীফ রেজা মাহমুদ

একাদশ লিবারেশন ডকফেস্টে

সিঙ্গাপুরের খ্যাতমান প্রামাণ্যচিত্রকার তান পিন পিন

৯ মার্চ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব ১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩। ১৩ই মার্চ পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে ছিল দেশি-বিদেশি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান। উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সিঙ্গাপুরের খ্যাতমান প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিন-এর রেট্রোস্পেকটিভ আয়োজন। সিঙ্গাপুরের অন্যতম প্রধান এই চলচ্চিত্র নির্মাতার চারটি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। উৎসবের আন্তর্জাতিক বিভাগের জুরি প্রধান হিসেবে উৎসবে অংশ নিতে ঢাকায় আসেন এই নির্মাতা।

তান পিন পিন একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। সিঙ্গাপুর সম্পর্কে তার ধারণা তার কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিচিত। তার চলচ্চিত্রগুলো ইতিহাস, স্মৃতি এবং ডকুমেন্টেশনের ব্যবধান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তিনি সিনেমা ডু রিল, দুবাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং তাইওয়ান আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসব থেকে পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি সিঙ্গাপুরের জাতীয় আর্কাইভস এবং সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের একজন বোর্ড সদস্য এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, ফিল্ম কমিউনিটি এসজি-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ২০১৮ সালে, তিনি ছিলেন দুজন সিঙ্গাপুর নাগরিকদের মধ্যে একজন যাকে মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স (যুক্তরাষ্ট্র) একাডেমিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

তান পিন পিন এর সিঙ্গাপুর গাগা (২০০৫), ইনভিসিবল সিটি (২০০৭), টু সিঙ্গাপুর উইথ লাভ (২০১৩) এবং ইন টাইম টু কাম (২০১৭) প্রদর্শিত হয়। তার এই ছবিগুলো সিঙ্গাপুরে এবং বার্লিনে, হট ডকস, বুসান, ভিশন ডু রিয়েল এবং ফ্ল্যাহার্টি সেমিনারের থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়েছে।

'সিঙ্গাপুর গাগা' ছবিতে সঙ্গীত এবং শব্দের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের একটি অদ্ভুত প্রতিকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিটিতে ইংরেজি, চীনা এবং মালয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা কীভাবে তাদের ইতিহাস অদৃশ্য হওয়ার আগে একটি চিহ্ন রেখে যাওয়ার চেষ্টা করে তা বর্ণনা করে 'ইনভিজিবল সিটি' ছবিটি। ম্যান্ডারিন, জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় এই ছবিটি পাওয়া যাবে।

'টু সিঙ্গাপুর উইথ লাভ' ছবিটি নির্বাসিতদের কাহিনীকে তুলে ধরে যারা সিঙ্গাপুরের নিকটতম প্রতিবেশী মালয়েশিয়ায় ভ্রমণ করে। ইংরেজি, ম্যান্ডারিন, মালয় এবং চাইনিজ ভাষায় এই ছবিটি দেখা যাবে। উৎসবে তার নির্মিত সর্বশেষ ছবি 'ইন টাইম টু কাম' প্রদর্শিত হয়। তার আগের সব চমৎকার কাজ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এই ছবিটি শুধু ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যাবে।

হুমায়রা ফেরদৌস রূপকার

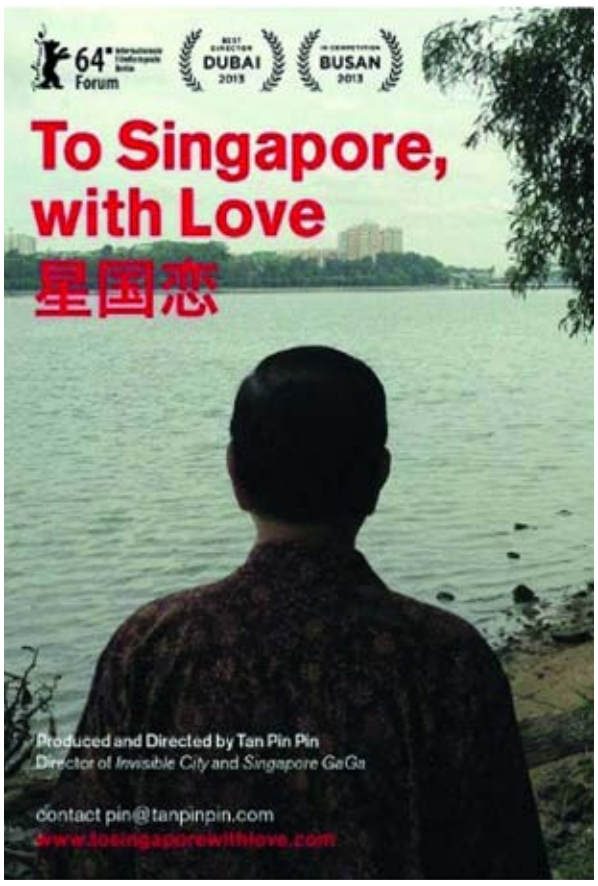

৭ই মার্চ উদ্‌যাপন

মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার

শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাস্কর্য চত্বর মুখরিত একঝাঁক শিশু-কিশোরের কলতানে। দিনটি ৭ই মার্চ, ২০২৩। শিশুরা মেতে উঠেছে তাদের পছন্দের কাজ ছবি রঙ করাতে। উপস্থিত হয়েছে ঘাসফুল শিশু সংগঠন, সোহাগ স্বপ্নধারা ও এসওএস শিশুপল্লীর শিশুরা। যে রেখাচিত্রটি রঙে রঙিন করছে তারা সেটি বিশেষ একটি রেখাচিত্র।

প্রতিটি জাতির জীবনে মোড় ঘোরানো কিছু মুহূর্ত আসে, বাঙালি জাতির জন্য একাত্তরের ৭ই মার্চ তেমন মোড় ঘোরানো দিন। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক স্বাধীন-সার্বভৌম-সম্প্রীতির বাংলাদেশের রূপকল্প তুলে দিয়েছিলেন বাঙালির হাতে। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বজনীন তাৎপর্যের জন্য ইউনেস্কোর অনন্য স্বীকৃতি লাভ করে। কোরিয়াস্থ ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ প্রকাশিত **'মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার'** শীর্ষক সচিত্র গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। নবীন পাঠকদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমালার আলোকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ নয়টি 'মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড' স্মারক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনায় মুদ্রিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্সে ভাষণরত রেখাচিত্রে রঙ করা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শিশুরা। কবি যেমন বলেছেন শিশু পার্কের দোলনায় দোল খেতে খেতে শিশুরা জানবে স্বাধীনতা শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো, তেমনি খেলার ছলে মনের মতো রঙে রেখাচিত্র রঙ করতে করতে শিশুরা জানবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের যৌক্তিকতা। তারা জানবে কেন বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন লাভ করেছে এই ভাষণ।

দেয়াল লিখন

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে সেগুনবাগিচা ও বংশাল এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা হয়। সেগুনবাগিচা এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ শেষে বংশাল বালিকা হয়ে নাজিরা বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্বিতীয় তলায় যাবার সময় দেয়ালে টাঙানো নানা ছবির মধ্যে একটি ছবিতে চোখ আটকে যায়, যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রকাশিত 'দেয়াল লিখন'। কাছে গিয়ে দেখি দেয়াল পত্রিকা, চতুর্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৮ নওগাঁ-কক্সবাজার জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

দেয়াল লিখনটি দেখে মনে পড়ে গেল ৫ সেগুনবাগিচার সেই দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কথা। মনের মানস পটে ভেসে উঠে জাদুঘরের পেছনের মঞ্চ, আঙিনা ও মুখ্য শিল্প নির্দেশক হাসান আহমেদ যিনি নিরলস পরিশ্রমে নানা রঙের আলপনায় রাঙিয়ে তুলতেন 'দেয়াল লিখন'কে। সেখানে স্থান পেত যে জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভ্রমণ করেছে সেই জেলার ও মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য। সেই তথ্যবহুল 'দেয়াল লিখন' ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা মহানগরীর আউটরিচ ও রিচআউট কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে। কালের আর্বতে হারিয়ে যাওয়া 'দেয়াল লিখন'-এর কথা মনে করিয়ে দিল নাজিরা বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

রঞ্জন কুমার সিংহ

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

ফাদার মারিও ভেরনেজি (১৯১২- ৪ এপ্রিল ১৯৭১)

পাকবাহিনীর বর্বর ধ্বংসাভিযানের হাত থেকে ধর্মীয় ভবন বা ধর্মীয় মানুষ কোনোকিছুই রেহাই পায়নি। তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রমনার ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দির, দগ্ধ করেছিল পবিত্র কোরআন শরীফ, হত্যা করেছিল ইতালির রোভেরেতো শহরে জন্মগ্রহণকারী খ্রিস্টান ধর্মযাজক ফাদার মারিও ভেরনেজিকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যশোরের ফাতিমা হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে মিলে আহতদের সেবা করতেন।

লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন (১৯৪৭ - ১৯৭১)

লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন কুমিল্লার হাজীগঞ্জে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তান আর্মির অধীনে ১৯৬৬ সালে ঢাকার প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬৯ সালে কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে নিজেকে সংযুক্ত করেন এবং ১৯৭০ সালে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোরে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট পদে যোগদান করেন। ২৬ মার্চ যশোরে যুদ্ধরত অবস্থায় লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেনই বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সেনাবাহিনী অফিসারদের মধ্যে প্রথম জীবন উৎসর্গ করেন।

মো: আবদুস সামাদ (১৯৪৩ - ২৭ মার্চ ১৯৭১)

মো: আবদুস সামাদ নারায়ণগঞ্জ জেলার ৮নং ইসদাইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২৬ মার্চ ১৯৭১ আবদুস সামাদ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ২৭ মার্চ নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানি আর্মির অনুপ্রবেশ ঠেকানোর সময় প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনি শহিদ হন।

দুই যুগ পেরিয়ে একুশে পদার্পণ

১-এর পৃষ্ঠার পর

তোমরা এবং তোমাদের বাবা-মায়েরা ভাগ্যবান, তোমরা স্বাধীন দেশে জন্মেছ। যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং যে শহিদদের রক্তের বিনিময়ে আমার একটা স্বাধীন জাতি হলাম, তোমরা সবসময় তাদের মনে রাখবে। আমরা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দেশ স্বাধীন করেছিলাম। কিন্তু আজ দেশ নানাভাবে এগিয়ে গেলেও অনেক দিক দিয়ে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। কেউ যেনো পিছিয়ে না থাকে। আমাদের মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে।

মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এমপি নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অভিবাদন। মুক্তির উৎসব একুশ বারের মতো হতে যাচ্ছে। তোমরা এখানে এসেছো, আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই যেখানে সবার অধিকার নিশ্চত হবে, আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চাই যেখানে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকবে। আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই, প্রত্যেকে আমরা যেনো খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ পাই। বঙ্গবন্ধু এমন একটি দেশের স্বপ্নে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। তোমাদের হাত ধরে আমরা সেই স্বপ্নের পথে হাঁটতে চাই। মুক্তির উৎসবে আগত সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আয়োজকদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

উৎসবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান এমপি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' কবিতাটি আগত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে আবৃত্তি করেন। উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফেরদৌস আরা, আবিদা রহমান সেতু, সন্দীপন, কোক স্টুডিওর 'মুড়ির টিন' খ্যাত রিয়াদ ও ছায়ানট। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ভাসানটেক স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর গার্স আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইন্সটিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, আব্দুল্লাহ মেমেরারিয়াল হাই স্কুল, বধ্যভূমি সন্তানদল ও ইউসেপ বাংলাদেশ। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারিদের মাঝে র‍্যাফেল ড্রতে প্রথম পুরস্কার দেয়া হয় একটি কম্পিউটার, দুটি স্মার্ট ফোন এবং আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার।

শরীফ রেজা মাহমুদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা কামালউজ্জামান

১৯৭১ সালে আমার বয়স ১৯ বছর। আমি ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্র সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অংশ নেয়ার। এরমধ্যে বিষয়খালীর যুদ্ধ এবং গাড়াগঞ্জের প্রতিরোধ যুদ্ধে আমি অংশ নেই। এর আগে মার্চ মাসের অসহোযোগ আন্দোলনের সময় আনসারদের মাধ্যমে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। আর আমি ১৯৭০ সালে ক্যাডেটকোরে রাইফেল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। যার কারণে ঝিনাইদহে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলে যে চার জন্য ছাত্র রাইফেল চালাতে পারতো তারা হলেন– মোকাদ্দেস, মোশারফ, মোস্তফা এবং আমি। মূলত ২৫ মার্চ রাতে যশোর সেনানীবাস থেকে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের একটি কনভয় কুষ্টিয়া যাওয়ার উদ্দেশে ঝিনাইদহ অতিক্রম করে। আমরা এসডিপিও মাহবুব আহমেদ-এর নেতৃত্বে এবং ঝিনাইদহের এমসিএ আব্দুল আজিজ, অ্যাডভোকেট জিয়াউদ্দিনসহ সবাই মিলে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। ২৬ মার্চ সকালে আমরা মাইকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা শহরে প্রচার করি। আমি নিজে মাইকিং করি। পরে এসডিও কোর্টের মধ্যে আমরা সমবেত হই। এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আমাদের অস্ত্র বিতরণ করেন। সেই থেকে ঝিনাইদহের প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়। ৩০ মার্চ গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গার ইপিআর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন এ আর আজম চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা, পুলিশ ও ইপিআর মিলে কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর শোয়েব তার বাহিনী নিয়ে যশোরের দিকে পালানোর সময় গাড়াগঞ্জের পূর্বপাশে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক প্রফেসর শফিকউল্লা স্যারের নেতৃত্বে আমি, মোস্তফা, মোকাদ্দেস, গিয়াস, মোশাররফ, তাতার, মন্টু ভাই এরকম আরো অনেকে বাংকার করে অবস্থান নিই। আমাদের পাতানো ফাঁদে মেজর শোয়েবের গোটা বাহিনীটি পরাস্ত হয়। পরে মেজর এ আর আজম চৌধুরীর নেতৃত্বে সুবেদার মাহবুব ও সুবেদার সোহরাবসহ আমারা ছাত্র-জনতা বিষয়খালীতে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলি যাতে যশোর থেকে আক্রমণ হলে সেটা প্রতিহত করা যায়। আমরা বেগবতী নদীর ব্রিজ ভেঙে দিয়ে পাশে বাংকার করে অবস্থান নিই। ১ এপ্রিল যশোর সেনানীবাস থেকে আরেকটি কনভয় বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে বিষয়খালীতে আসলে আমদের প্রতিরোধের সামনে টিকতে পারে না। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীর আব্দুল আলীমের নেতৃত্বে আমাদের বাহিনীটি অংশ নেয়। আমাদের পাঁচজন সহযোদ্ধা শহিদ হন। আমরা ঝিনাইদহে অবস্থান করি। তারপর ১২ এপ্রিল রাতে আমরা ১২ সদস্যের একটি আত্মঘাতী সুইসাইডাল স্কোয়াড মাহবুব উদ্দিনের নির্দেশে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা করি। কুষ্টিয়া তখন মুক্ত। ওখানে গিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদাকে পাওয়া যায়। ওনাকে আমরা ভারতের দিকে পাঠিয়ে দিই। আমরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অপারেশন করার জন্য ভেড়ামারা গার্লস স্কুলে ক্যাম্প করি। ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। অনেকে শহিদ হয়। পরে আমাদের ১২ জনের মধ্যে ৯ জন আল্লার দরগা ও আলমডাঙ্গা হয়ে চুয়াডাঙ্গা আসি। ১৫ এপ্রিল মাহবুব উদ্দিন আসেন। তিনি আমাদের মেহরেপুর যেতে নির্দেশ দেন। মেহেরপুর যাওয়ার পথে একটা ব্রিজে আমরা দুর্ঘটনার শিকার হই। সকলে আহত হই। এর মধ্যে রবি, রশিদ, আলম গুরুতর আহত হয়। আমার গলার পাশ দিয়ে একটা রড ঢুকে যায়। একটা মিশনারি হসপিটালে চিকিৎসা নিয়ে ১৭ এপ্রিল ভোরে আমরা বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে পৌঁছে যাই। পরে তো জানতে পারি সেখানে সেদিন মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করবে। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার। পরবর্তীতে আমরা ভারতের হৃদয়পুর বিওপি দিয়ে বেতাই ক্যাম্পে যোগদান করি। সেখান থেকে এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন, এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী, ক্যাপ্টেন হাফিজ-সহ আমরা বেনাপোল চলে আসি। এখানে কাস্টমসের ভবনে আমরা ক্যাম্প করি। তখন পর্যন্ত যশোরের শার্শা পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল ছিল। (চলবে)

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- **শরীফ রেজা মাহমুদ**

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে আগত দর্শনার্থীদের মন্তব্য:

মিরপুরের এই জায়গায় এসে আমার খুব ভালো লাগলো। সাথে অনেক কষ্ট ও কান্না পেল কারণ যাঁরা এখানে আত্মত্যাগ দিয়ে আমাদের জন্য লাল সবুজ পতাকা এনে দিয়েছে তাঁদের প্রতি আমার সালাম। হয়তো এঁদের মতো আরো অনেক মানুষ অজানাই রয়ে গেছে। আমার আশা পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। এই জন্য সবার উচিত একটু কষ্ট করে হলেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইতিহাস সম্পর্কে জানা।

শহিদুর রহমান
টাঙ্গাইল/০৭/০২/২০২৩

Thank you for the important work you are doing to ensure the victims of the 1971 genocide are not forgotten. The memorial is very beautiful and moving a powerful commemoration of such a painful history. On behalf of the Canadian Museum for Human Rights, I commend the Liberation War Museum for preserving this space and giving visitors the opportunity to learn about the genocide and the well speceh sites of killing. It is a privilege to have seen this space where so many martyrs met their end.

Dr. Jeremy Maron
Researcher-Curator
Canadian Museum for Human Rights
(CMHR)/8 February, 2023

I felt really good to be here. I learned a lot of things in here. It`s really sad that the genocide has even started. I noted some stuff. Thanks all. Joy bangla.

Ariba
Shaheed Bir Uttam Lt. Anwar Girls' College
Class: 4, section: lilium/15.02.2023

এর আগেও কয়েকবার এসেছিলাম। ঝিনাইদহের কামান্না গণকবর আমার ছোট বেলা থেকে দেখে আসা স্মৃতি। যার নামটি এখানে ফলকে অন্য অনেক বধ্যভূমির নামের মধ্য থেকে আবিস্কার করি। মনে মনে ভাবি এইরকম কত জনকেই না এই বধ্যভূমিতে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। মহান আল্লাহ সকল শহিদদের জান্নাত নসিব করুন এই কামনায়।

প্রফে. ড. মো: আলমগীর
সাবেক পরিচালক, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
১৯/০২/২০২৩

প্রিয় শহীদগণ, স্বাধীনতার ৫২ বছরেও আপনাদের অবদান মলিন হয়নি। আমাদের প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসে আপনাদের অবদানকে স্মরণ করি। বারেবারে আপনাদের কাছে আসতে চাই। যতদিন মুখে বাংলা আর অন্তরে বাংলাদেশ আছে আপনারা অমলিন। অসীম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

মতিয়া বানু শুকু
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সাত সকালে এই বধ্যভূমিতে এসে পৌঁছলাম। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল বিভৎসতার কাহিনী শুনে। চোখের কোণে জল চিক চিক করছে আমার সেদিনের হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে। এতদিন বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম আজ সশরীরে স্বচক্ষে দেখে গেলাম। নিজেকে আরো শক্ত করার অনুপ্রেরণা পেলাম। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এইসব হতভাগ্য মানুষদের চিরায়ত আত্মার শান্তি দিন। আমি অনেক মিউজিয়াম দেখেছি। কিন্তু এই ধরনের মিউজিয়াম এই প্রথম দেখলাম। সবাইকে আমার শুভকামনা জানাই। ভালো থাকার প্রার্থনায়---

ভাস্করব্রত পতি
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
২৫/০২/২০২৩

আমি প্রথমে বলতে চাই যে এই জল্লাদখানায় এসে আমার প্রাণের শহর কিশোরগঞ্জের বরইতলা বধ্যভূমির কিছু মাটি দেখতে পেলাম। বরইতলা কিশোরগঞ্জের যশোদল ইউনিয়নের একটি গ্রাম এবং সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ আছে। আসলে এই জায়গার মাটি দেখতে পেয়ে আমার অনেক ভালো লাগলো। আর আপনাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ যে আমার শহর কিশোরগঞ্জের মাটি এখানে সংরক্ষণ করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কিশোরগঞ্জ/২৬/০২/২০২৩

বাংলা সিনেমার স্বর্ণালী সময়

২-এর পৃষ্ঠার পর

শুরু করে বাংলাদেশ জন্মকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে চলচ্চিত্রে। রাজা এলো শহরে কিংবা জীবন থেকে নেয়ার মতো সিনেমার মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান আমলের সামরিক রক্তচক্ষু শাসনের মধ্যেও বাঙালির রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতন ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রেও মুক্তির তৃষ্ণা প্রকাশ পায়। স্বাধীনতার উপর ও যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির উপর চলচ্চিত্র সংখ্যায় কম। চলচ্চিত্রে জাতীয় রূপরেখার অবর্তমানে এর ধারাবাহিক বিকাশ আশানুরূপ হয় নাই। এই বিভাগে উল্লেখিত চলচ্চিত্রের পোস্টার: নবাব সিরাজউদ্দৌলা, রাজা এলো শহরে, জীবন থেকে নেয়া, ওরা এগারো জন, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, আলোর মিছিল এবং আলোকচিত্র : আলোর মিছিল, ওরা এগারো জন।

মূলধারা : স্বাধীনতা পরবর্তী সিনেমা

স্বাধীন দেশে, ভঙ্গুর অর্থনীতি মেরামতে মনোযোগী সরকার সিনেমার বিকাশে দরকারি পদক্ষেপের দিকটি চলচ্চিত্রের সাথে জড়িতদের ওপর ছেড়ে দেন। এসময় নানা মাত্রার চলচ্চিত্র নির্মাণের জোয়ার দেখা গেলেও সুনির্দিষ্ট পথরেখাটি গড়ে ওঠেনি। সিনেমার বাণিজ্যিকীকরণের ফলও এই শিল্পের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করেনি। এই বিভাগে উল্লিখিত চলচ্চিত্রের পোস্টার: পালঙ্ক, লাঠিয়াল, সূর্য দীঘল বাড়ী, সূর্যস্নান, মেঘের অনেক রং, গোলাপি এখন ট্রেনে, রংবাজ, সারেং বৌ, সীমানা পেরিয়ে এবং আলোকচিত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী, সূর্যস্নান ও গোলাপি এখন ট্রেনে।

বিকল্পধারা : নতুন ভাষা, নতুন দর্শক

এ দেশে সিনেমার গতি-প্রকৃতি পরবর্তী সময়ে মূলধারা ও বিকল্পধারায় ভাগ হয়ে যায়। বিকল্প আন্দোলনের স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি আগামী, হুলিয়া থেকে চাকা ও বর্তমান ডিজিটাল যুগের ছবি নতুন দর্শক তৈরির বাসনার সূত্রে বিবর্তিত হয়েছে। এই বিভাগে উল্লিখিত চলচ্চিত্রের পোস্টার: আগামী, হুলিয়া, চাকা, মাটির ময়না এবং আলোকচিত্র : আগামী, হুলিয়া, চাকা।

শরীফ রেজা মাহমুদ

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Cohort 19 American High School, Boston-এর ভলিবল খেলোয়াড় এবং তাদের প্রশিক্ষকরা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ফরাসি থিয়েটার ডিরেক্টর প্যাট্রিশিয়া মিশেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৪০ জন কর্মকর্তা এবং ৩০ জন সাধারণ ক্যাডার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট Mr. Asakawa ১৪ মার্চ ২০২৩ বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

আগামীর আয়োজন

১৭ মার্চ : সকাল দশটায় বঙ্গবন্ধু জন্মোৎসবে ঐকতান শিশু সংগঠনের শিশুরা বঙ্গবন্ধুর ছবি এঁকে প্লাকার্ড তৈরি করে প্লাকার্ডসহ জাদুঘর প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ ও প্রদর্শনী আয়োজন করবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে

২১ মার্চ : ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (UODA)-এর চারুকলা বিভাগের সহযোগিতায় জাদুঘরের সম্মুখস্থ সড়কে পথচিত্র ও আল্পনা অঙ্কন।

২২ মার্চ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাস্‌উদ্দিন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

২৫ মার্চ : গণহত্যা দিবসে সকাল দশটায় জাদুঘর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে বক্তৃতা প্রদান করবেন পেট্রিক বার্জেজ এবং সন্ধ্যায় কালরাত্রি স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন।

২৬ মার্চ : স্বাধীনতা দিবসে অভিযাত্রী ও জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে সকাল ছয়টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে 'শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা' শুরু হয়ে সন্ধ্যায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে শেষ হবে। জাদুঘরে সকাল দশটায় জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন এবং শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

প্রতীকী ইট : ডা. এ এফ এম মিজানুর রহমান ১০,০০০/-	*১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে*
স্থাপনা সদস্য : সারওয়াত সিরাজ ১৫,০০,০০০/-	*১৪ মার্চ ২০২৩)*

প্রিয় সুহৃদ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে সেই আদর্শকে প্রবাহিত করে ২৭ বছরের পথ চলা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। এই দীর্ঘ পথচলায় শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাধন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজ আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ঠিকানায় সুবৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এই মুহূর্তে প্রয়োজন ভবিষ্যতে জাদুঘর পরিচালনার জন্য এবং জাদুঘর যাতে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে তেমন একটি বড় স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

আপনাদের আহ্বান জানাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যপদ সম্পর্কে জানুন এবং জাদুঘরের যে কোন একটি সদস্যপদ গ্রহণ করে স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার এবং আগামীর পথচলার অংশীদার হোন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন

প্রতীকী ইট	:	১০ হাজার টাকা
সাধারণ সদস্য	:	২৫ হাজার টাকা
আজীবন সদস্য	:	১ লাখ টাকা
উদ্যোক্তা সদস্য	:	৫ লাখ টাকা
স্থাপনা সদস্য	:	১৫ লাখ টাকা
পৃষ্ঠপোষক সদস্য	:	৫০ লাখ টাকা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official